যুগান্তর

চবিতে ঘুমন্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা, আহত-১০

প্রকাশ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ২২:৩০ | অনলাইন সংস্করণ

চবি প্রতিনিধি

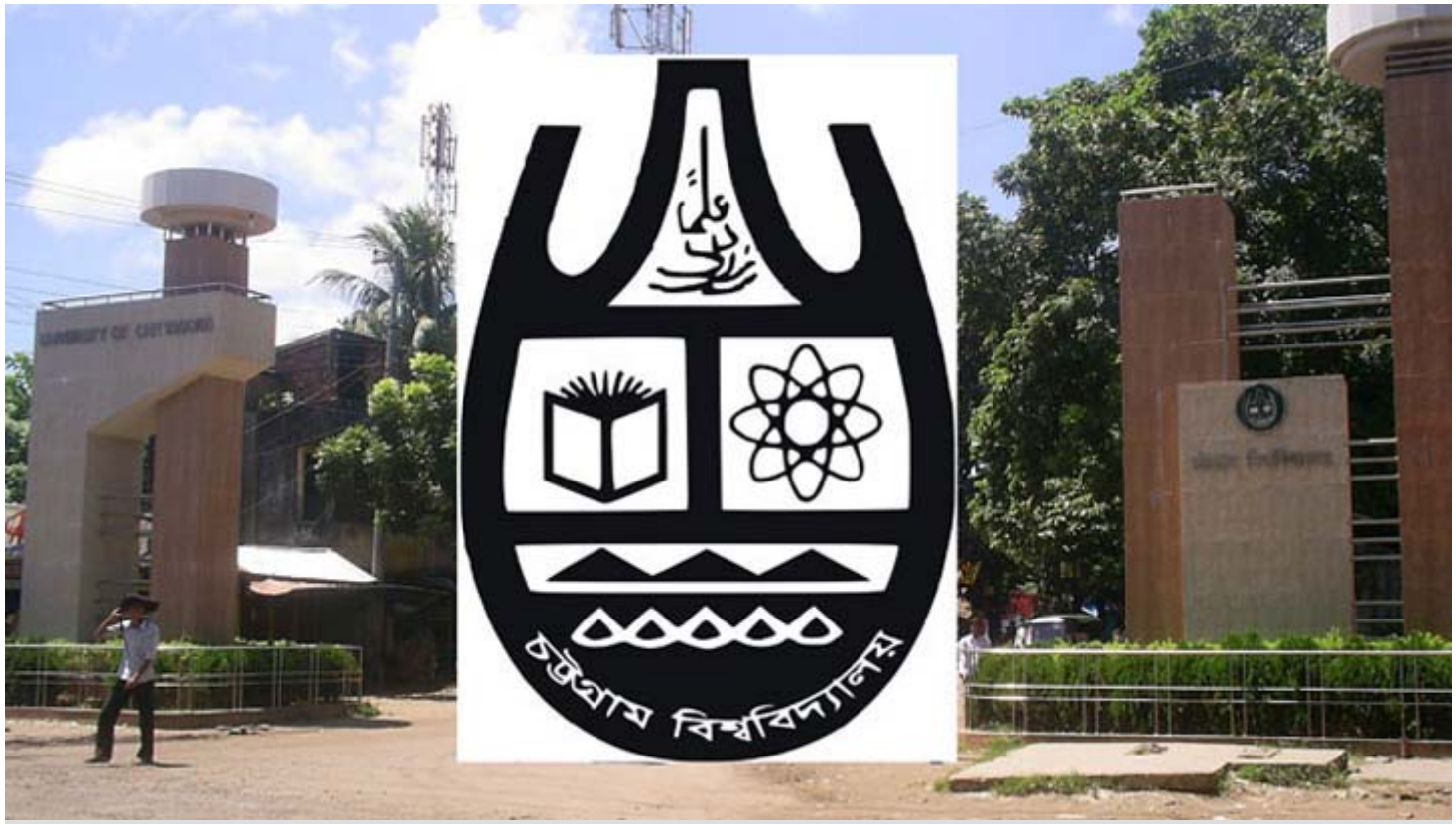

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নিশানকে অপহরণের খবরে ছাত্রলীগের টিপু গ্রুপের কর্মীদের ওপর হামলা করেছে প্রতিপক্ষের কর্মীরা। পরে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুমন্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে সমাজতত্ত্ব বিভাগের রাজীবসহ ১০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে চারজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নিশান গ্রুপ ও ইকবাল টিপু গ্রুপের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বিপুল গ্রুপ, পারভেজ গ্রুপ, দিনার গ্রুপ ও সোহেল গ্রুপ নিশান গ্রুপের সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রুপগুলো নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র আ জ ম নাসিরের অনুসারী।

হামলার ঘটনাকে ইতিহাসের ন্যক্কারজনক ঘটনা উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক উপগ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক ইকবাল টিপু বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চট্টগ্রামে আগমন উপলক্ষে ছাত্রলীগ নামধারী একটি গ্রুপ ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে এদের দ্রুত গ্রেফতার দাবি করছি।’

অপহরণকারীদের গ্রেফতার দাবি করে সাবেক উপদফতর সম্পাদক মিজানুর রহমান বিপুল বলেন, ‘আমাদের বড় ভাই গোলাম রসুল নিশান ভাইকে শহরে অপহরণ করা হয়। যা তার পরিবার থেকে দাবি করা হয়েছে অপহরণকারীরা ইকবাল টিপুর অনুসারী। অপহরনের প্রতিবাদে কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও অবরোধ করে।’

ঘটনার সূত্রপাত: শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগ নেতা গোলাম রসুল নিশানকে অপহরণের দাবি করে তার পরিবার। পরে উদ্ধারও করা হয় তাকে। নিশান চবি ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও ‘উল্কা’ গ্রুপের নেতা।

পরিবারের দাবি, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একই কমিটির সভাপতি আলমগীর টিপুর বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় লালখান বাজার মোড় থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। এরপর রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে নগরের টাইগারপাসের ঝাউতলা স্টেশনের পাশের একটি পাহাড় থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে নিশানের অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট ও এক নম্বর গেট এলাকায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে তার অনুসারীরা।

তাদের অভিযোগ, শাখা ছাত্রলীগের ‘সিক্সটি নাইন’ গ্রুপের নেতা ও একই কমিটির সহসভাপতি মনসুর আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু তোরাব পরশ ও ইকবাল টিপুর নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে।

সংঘর্ষ: শুক্রবার রাত দেড়টা থেকে শনিবার বিকেল পর্যন্ত চলে সংঘর্ষ। এতে আহত হয় অন্তত ১০ জন।

আহতরা হলেন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের মিলন, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের সাংবাদিকতা বিভাগের শামীম, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ধ্রুব, পদার্থবিদ্যা বিভাগের আনিস, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের লোকপ্রশাসন বিভাগের মাহমুদুল ইসলাম ও মামুন ইসলাম, একই শিক্ষাবর্ষের সাদ্দাম হোসেন, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অর্ণব ইসলাম, আরবি বিভাগের ইমাম, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অভয় ও লোকপ্রশাসন বিভাগের সৌরভ তালুকদার। এদের অনেকে নিজেদের আবাসিক হলে ঘুমিয়ে ছিলেন। আহতদের মধ্যে তিনজনের মাথায় ও চোখে আঘাত লাগায় চমেকে পাঠানো হয়েছে।

নিশান গ্রুপের নেতা সুমন খান বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে সাবেক সভাপতি আলমগীর টিপুর বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় মনসুর আলম, ইকবাল টিপু ও আবু তোরাব পরশের অনুসারীরা নিশানকে অপহরণ করা হয়। পরে আমরা অবরোধ করতে গেলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমাদের অবরোধ কর্মসূচি চলছে, চলবে।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও সিক্সটি নাইন গ্রুপের নেতা মনসুর আলম বলেন, ‘ওর (নিশান) সঙ্গে কী হয়েছে, কে বা কারা অপহরণ করেছে আমরা এ ব্যাপারে অবগত নই। আমি তো ফেসবুকে জানলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ যদি অভিযোগ করে করে থাকে সেটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে করেছে। আমাদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে তারা ঈর্ষান্বিত বলেই এমন অভিযোগ তুলছে। এ ব্যাপারে কথা বলতেও আমার লজ্জা লাগছে।’

হাটহাজারী থানার ওসি বেলাল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।